ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়
ওয়াসা ভবন (১৩ তলা)
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা- ১২১৫।

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং ঃ- ৪৬.১১৩.৩০২.৬২.০০.০০.২০১৯.৮৩৫/সিএম

তারিখঃ- ০৬/১২/২০২১ ইং

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে "অংশীজনের অংশগ্রহণ" শীর্ষক কর্মশালার কার্যবিবরনী।
কর্মশালার স্থান ঃ শীতলক্ষ্যা কনফারেন্স রুম, ঢাকা ওয়াসা।
তারিখ ও সময়ঃ ২৯/১১/২০২১ ইং (সোমবার), সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট "ক"।

আলোচনাঃ

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নৈতিকতা কমিটির আহ্বায়ক জনাব উত্তম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে গত ২৯/১১/২০২১ ইং রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ঢাকা ওয়াসার শীতলক্ষ্যা কনফারেন্স রুমে একটি "অংশীজনের অংশগ্রহণ" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বহিঃ স্টেকহোল্ডারদের মধ্য হতে DPDC, DNCC, গ্রাহক প্রতিনিধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা সাজেদা ফাউন্ডেশন ও WSUP হতে প্রতিনিধি উক্ত কর্মশালায় আমন্ত্রন জানানো হয়। কর্মশালার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে শুদ্ধাচার কৌশলের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত করেন । তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষনা পত্রে জনগনের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এ আগামী এক দশকে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব এবং দারিদ্র মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা দূর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন অপরিহার্য। তিনি বলেন সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার ভিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করার মিশন নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে । রাষ্ট্রীয়, অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা, সরকারি, বেসরকারি অফিস, এনজিও, পরিবার তথা সকল জায়গাই শুদ্ধাচার পরিপালন করা বাঞ্চনীয়। সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এই শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন যে, ঢাকা ওয়াসা বিভিন্ন সময়ে মাইকিং , লিফলেট বিতরণ ও Meet the consumer প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিয়মিত গ্রাহকদের সুবিধা অসুবিধা জেনে সে অনুযায়ী সেবা দেয়ার ব্যাবস্থা করে থাকে ।

অতপরঃ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা ২০২১-২২ ইং সনের কর্ম-পরিকল্পনার উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার বর্তমান অগ্রগতি এবং অবশিষ্ট কাজগুলি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ দপ্তর হতে সহায়তা করার আহ্বান জানান। যেহেতু এবছর এপিএ এর সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেহেতু গত বছরের মত এপিএ তে ঢাকা ওয়াসার প্রথম স্থান অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে তিনি সকলকে নিজ নিজ দপ্তর হতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে আরও তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানান। অতঃপর প্রকৌশলী উত্তম কুমার রায়, বানিজ্যিক ব্যবস্থাপক ও আহ্বায়ক, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা সভায় উপস্থিত বহিঃ স্টেকহোল্ডারদের ঢাকা ওয়াসার সার্ভিস বিষয়ে তাদের মতামত বা পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ জানান।

সেপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা জনাব এ, বি, এম, ইদ্রিস, বলেন যে তার বাসার মিটার সম্পর্কিত সমস্যাটি ঢাকা ওয়াসা অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে সহজ উপায়ে সমাধান করেছে। এজন্য তিনি ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ঢাকা ওয়াসার অনলাইন বিলিং সিস্টেম সম্পর্কে জনগনকে আরও অবহিত করতে পারলে তারা সহজেই এ সেবাটি গ্রহণ করতে পারবে।

WSUP এর প্রতিনিধি জনাব জাকারিয়া তুহিন বলেন, ঢাকা ওয়াসায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ দেখে তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন ঢাকা ওয়াসার সব ধরনের নতুন সেবাদান পদ্ধতি, তাদের কার্যক্রম যদি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করা হয় তবে সাধারন জনগনের তাদের প্রয়োজনীয় সেবা বা পরামর্শ পেতে আরও সুবিধা হবে।

অতঃপর সাজেদা ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম জানান যে, ঢাকা মহানগরীর দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষকে প্রতিদিন নিরবিচ্ছিন্ন সুপেয় পানি সরবরাহ করায় ঢাকা ওয়াসা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। তিনি ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল মানুষদের জন্য পানযোগ্য পানির ব্যাবস্থা করা যায় কিনা সে বিষয়ে ঢাকা ওয়াসাকে অনুরোধ জানান। এছাড়াও ঢাকা শহরের অপ্রশস্ত রাস্তাগুলিতে যেখানে আগুন লাগলে পানির গাড়ি পৌছানো কষ্টসাধ্য সেসব জায়গায় ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা যায় কিনা যে বিষয়ে ঢাকা ওয়াসাকে ভেবে দেখা এবং কাস্টমার কেয়ার এ অভিযোগ জানালে যে বিষয়ে পরবর্তীতে কাস্টমার কাছ থেকে ফিডব্যাক নেয়ার অনুরোধ জানান।

এরপরে গ্রাহক তানভীর আহমেদ ঢাকা ওয়াসার সার্ভিস নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পাশাপাশি মতিঝিল এলাকায় কিছু জায়গায় পানির গুণগত মানের সমস্যার সমাধান করার বিষয়ে অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে আহ্বায়ক, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি সভাকে অবগত করেন যে, সকল

এলাকায় DMA বাস্তবায়ন এবং নির্মানাধীন পানি শোধনাগারগুলির কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকাবাসীর সার্বিক পানি ব্যাবস্থাপনার আরও উন্নতি হবে। তিনি কোথাও অবৈধ ভাবে পানির লাইন কাটা হলে তাৎক্ষনিক ভাবে গ্রাহক কে ঢাকা ওয়াসার হেল্পলাইন ১৬১৬২ তে কল করে জানানোর অনুরোধ করেন।

বোতলজাত পানির ন্যায় পাইপ লাইনের সরবরাহকৃত পানির মান একই রকম করা যায় কিনা সে বিষয়ে গ্রাহকের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে মোঃ কামরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী , ঢাকা ওয়াসা জানান যে, একজন মানুষের পানির দৈনিক চাহিদা ১৩০/১৪০ লিটার হলেও খাবার পানি ৩/৪ লিটার এর বেশি ব্যাবহার করা হয়না। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য যেখানে শহরকে শতভাগ পয়ঃ ব্যাবস্থাপনার আওতায় আনা এখনও সম্ভব হয়নি সেখানে জনপ্রতি ১৩০/১৪০ লিটার পানি বোতলজাত পানির মত গুনাগুণ বজায় রেখে উৎপাদন করা অত্যন্ত ব্যায়বহুল ।

ঢাকা ওয়াসার উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটির সদস্য জনাব এস.এম মোস্তাফা কামাল মজুমদার জানান যে, ঢাকা ওয়াসা পানি শোধনাগারের উৎপাদিত পানি WHO guideline অনুযায়ী শতভাগ সুপেয়। শোধনাগারের হতে গ্রাহকের বাসা পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ, গ্রাহকের বাসার প্লাম্বিং পাইপ, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্ক এগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা গ্রাহক কর্তৃক শতভাগ নিশ্চিত করতে পারলে তাদের বাসার পাইপ লাইনেও সুপেয় পানি পৌছানো সম্ভব।

মোঃ আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা সভাকে অবহিত করেন যে, ডিডব্লিউএসএনআইপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের পূর্ব দক্ষিণ এলাকায় জোন ১,২,৭ এ পানির লাইনের কাজ চলছে যেখানে পানির লাইন সহ মিটার বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। গ্রাহক পর্যায়ে এই তথ্য পৌছিয়ে দেবার জন্য তিনি এনজিও প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন যাতে করে গ্রাহক এই কাজে ওয়াসাকে সহায়তা করতে পারে এবং কোথাও কোন অবৈধ আর্থিক লেনদেন হলে সাথে সাথে তা যেন কল সেন্টার ১৬১৬২ তে কল করে জানিয়ে দেয়া হয়। সে বিষয়ে তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন।

বাহরুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা জানান যে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের পানি বছরের মার্চ মাসে এমোনিয়া লেভেল বেড়ে যাবার কারনে প্রি -ট্রিটমেন্ট ইউনিটে ক্লোরিন ব্যবহার করা হয় যা পানি জীবাণুমুক্ত করার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও তিনি কিছু প্রকল্পের Revised DPP অনুযায়ী PSC ও PIC সভা আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারনের জন্য কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করেন।

মোঃ আব্দুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, যানান যে, গ্রাহক কিভাবে মোবাইলের মাধ্যমে পানির বিল খুঁজে বিল পরিশোধ করবে সে বিষয়ে গ্রাহককে প্রশিক্ষিত করা হলে তারা আরও সাচ্ছন্দের সাথে বিল পরিশোধে আগ্রহী হবেন।

রামেশ্বর দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা ওয়াসা জানান যে, স্মার্ট ওয়াটার হাইড্রেন্ট স্থাপন এবং ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার ইনোভেশন সেল কাজ করছে। এছাড়াও DMA বাস্তবায়নে রোড কাটিং পারমিশন এর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর সহায়তার বিষয়ে অনুরোধ জানান।

মোঃ শফিক আহমেদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, রাজউকের উত্তরা আবাসন প্রকল্পে ঢাকা ওয়াসা হতে স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে, আরও কিছু জায়গায় স্থাপনের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে এবং ঢাকার অন্যান্য জায়গায় যেখানে আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে সেখানে ছোট আকারের পানি শোধনাগার স্থাপনের ব্যাবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত অন্যান্য অংশগ্রহনকারীরা এ বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

বর্ণনানুযায়ী উপস্থিত সকলের বিশদ আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
আলোচনা ১ ঃ ঢাকা ওয়াসার সার্বিক সেবাদান পদ্ধতি, অনলাইন বিলিং সিস্টেম সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ঢাকা ওয়াসায় ওয়েবসাইট সহ ইউটিউব ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢাকা ওয়াসার পানির লাইনের আবেদন, মিটার সংক্রান্ত আবেদন, পানি ও পয়ঃ বিল পরিশোধ প্রভৃতির উপরে বিস্তারিত তথ্যসমৃদ্ধ কনটেন্ট প্রস্তুত করে আপলোড করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মোঃ জয়নাল আবদীন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা ও ফোকাল পয়েন্ট, NIS, ঢাকা ওয়াসা।
আলোচনা ২ ঃ ঢাকা ওয়াসার হেল্প লাইন ১৬১৬২ তে গ্রাহকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তা সমাধান করে পরবর্তীতে সেবাগ্রহনকারীর ফিডব্যাক গ্রহণ করার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	হেল্প লাইন ১৬১৬২ নাম্বারে গ্রাহকের অভিযোগ প্রাপ্তির পর নাম্বারটি সংরক্ষণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর হতে সমস্যা সমাধানের পর পরবর্তিতে গ্রাহককে সরাসরি ফোন করে ফিডব্যাক নেওয়া বা গ্রাহক যাতে চাইলেই প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে ফিডব্যাক প্রদান করতে পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কল সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট, NIS, ঢাকা ওয়াসা।
আলোচনা ৩ ঃ ইতোমধ্যে সংশোধীত প্রকল্পের DPP অনুযায়ী PSC ও PIC সভা আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারনের বিষয়ে আলোচনা হয়।	আলোচনা অনুযায়ী এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির মতামত গ্রহণ করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ফোকাল পয়েন্ট, NIS, ঢাকা ওয়াসা।

অতপরঃ আর কোন আলোচনা না থাকায় আহ্বায়ক, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০৬/১১/২০২১

প্রকৌশলী উত্তম কুমার রায়,এফসিএমএ,
বানিজ্যিক ব্যবস্থাপক
ও
আহ্বায়ক, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি,
ঢাকা ওয়াসা।

স্মারক নং ঃ- ৪৬.১১৩.৩০২.৬২.০০.০০.২০১৯.৮৩৫/সিএম তারিখঃ- ০৬ /১১/২০২১ ইং

বিতরণঃ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মোঃ কামরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।

২। মোঃ আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা ওয়াসা।

৩। বাহরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, এনভারনমেন্টালী সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা।

৪। মোঃ আব্দুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা এলাকার পয়ঃ শোধনাগার নির্মানের জন্য ভুমি অধিগ্রহন প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা।

৫। মোঃ সেলিম মিঞা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প,,ঢাকা ওয়াসা।

৬। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

৭। রামেশ্বর দাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিডব্লিউএসএনআইপি, ঢাকা ওয়াসা।

৮। মোঃ শফিক আহমেদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি পূনর্বাসন ও উন্নয়ন বিভাগ- ১, ঢাকা ওয়াসা।

৯। মোঃ জয়নাল আবদীন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

১০। মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

১১। সাইফুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

১২। শাহীন মাতবর, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা,রেভ্রুন্যু জোন-৩, ঢাকা ওয়াসা।

১৩। আসাদুজ্জামান তরফদার, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা,রেভ্রুন্যু জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।

নৈতিকতা কমিটি

১। জনাব প্রকৌশলী উত্তম কুমার রায়, বানিজ্যিক ব্যবস্থাপক, আহ্বায়ক, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

২। প্রকৌশলী শারমিন হক আমীর,সচিব ও সদস্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

৩। জনাব এস.এম. মোস্তাফা কামাল মজুমদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও সদস্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

৪। জনাব জোয়াহের আলী সিদ্দিকী, প্রধান প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও সদস্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

৫। জেনি চাক্মা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিডব্লিউএসএনআইপি, ঢাকা ওয়াসা ও ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

৬। তাসনিমা নাঈম, নির্বাহী প্রকৌশলী, দাসেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট , জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপিঃ

১। অর্পিতা সাহা, সহকারী সিষ্টেম এনালিষ্ট, NIS Corner, ঢাকা ওয়াসা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। অফিস কপি।

৬